হানাফি ফকিহদের বক্তব্যের আলোকে

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব

মূল:

মুফতি উবাইদুর রহমান মারদান (পাকিস্তান)

প্রধান মুফতি, মারকাজুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, মারদান

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন বশির

শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা.

শিবুমার্কেট, পাঠানটুলি, নারায়নগঞ্জ

ইসলামে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের গুরুত্ব

ফিকহের ছাত্রদের কাছে এটা অজানা নয় যে, ফিকহের কিতাবের বিভিন্ন অধ্যায়ে এমন অসংখ্য মাসায়েল রয়েছে যেগুলোতে ফকিহগণ দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পার্থক্যের কারনে মাসআলায় পার্থক্য করেছেন—দারুল ইসলাম হলে মাসআলার সমাধান এক রকম, আর দারুল হারব হলে সমাধান আরেক রকম। ইমাম কাসানী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫৮৭ হি.) তার বিখ্যাত 'বাদায়েয়ুস সানায়ে' গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম লেখেছেন এবং সেখানে দারের ভিন্নতার কারনে মাসআলায় ভিন্নতা হয় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয়

হানাফি ফকিহদের নিকট এই বিষয়ে দুটো মত পাওয়া যায়:

ক. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের নিকট যে ভূখণ্ডে ইসলামি বিধিবিধান বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর যেখানে কুফর ও শিরকি বিধান বিজয়ী তা দারুল হারব। কোনো একটি ভূখণ্ড দারুল হারব ও দারুল ইসলাম হওয়ার মাপকাঠিই হলো সেখানে ইসলামের বিধিবিধান ও শিক্ষা জয়ী, না কুফরি ও শিরকী বিধিবিধান ও শিক্ষা।

খ. আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহের নিকটও দারুল ইসলামের জন্য মূল ভিত্তি হলো ইসলামি বিধিবিধান বিজয়ী হওয়া ও প্রতিষ্ঠিত থাকা। কিন্তু যদি কোনো একটি ভূখণ্ড একবার দারুল ইসলাম হয়ে যায় তাহলে সে ভূখণ্ড দারুল হারব হওয়ার জন্য শুধুই কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী হওয়া যথেষ্ঠ নয় যার ভিত্তিতে তাকে দারুল হারব বলা হবে। বরং দারুল হারব হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

১. উক্ত ভূমি দারুল হারবের সাথে মিলিত হওয়া। এবং সে ভূমির মাঝে ও দারুল হারবের মাঝে কোনো দারুল ইসলাম না থাকা।

২. কোনো মুসলমান বা জিম্মি পূর্বোক্ত আমানে (নিরাপত্তার সাথে) না থাকা। বরং বিজয়ী কাফেরদের থেকে নতুন করে নিরাপত্তা অর্জনে বাধ্য হওয়া।

৩. সেখানে কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

শেষোক্ত শর্তের ব্যাপারে তো সকলেই একমত। কিন্তু প্রথম দুটো শর্ত নিয়ে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহের মতে কোনো দারুল ইসলাম দারুল হারব হওয়ার জন্য প্রথম দুটো শর্তও জরুরি। যার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ভূখণ্ড যদি কাফেররা দখল করে নেয় এবং সেখানে তাদের কুফরি সংবিধান ও আইন বাস্তবায়ন করে ফেলে তাহলেও সে ভূখণ্ড দারুল ইসলাম থেকে খারিজ হবে না, যতক্ষন দখলকৃত ভূমি দারুল হারবের সাথে মিলিত না হবে এবং সেখানে বাসিন্দাদের—মুসলমান এবং জিম্মি, পূর্বের আমান বাতিল না হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) নিকট শেষোক্ত শর্তটি পাওয়া গেলেই একটি দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হবে।

দারুল হারব হওয়ার জন্য অতিরিক্ত শর্তের মূল ভিত্তি

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ অতিরিক্ত দুটো শর্ত কেন লাগিয়েছেন? বাস্তবতা ও ফিকহি দৃষ্টিতে এর পটভূমি কী?

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই শর্তগুলো এজন্যই লাগানো হয়েছে, এদুটো শর্ত না পাওয়া যাওয়ার অর্থই হলো কাফের ও কুফরি

বিধিবিধান বিজয়ী বাস্তবে বিজয়ী হয়নি। কারণ, কাফেরদের দখলকৃত ভূখণ্ডের পাশেই যখন দারুল ইসলাম থাকবে তখন কাফেররা সেটাকে পূর্ণ দখলে রাখা এবং সেখানে কুফরি বিধিবিধান পূর্ব বাস্তবায়ন করতে পারবে না। প্রতিবেশী দারুল ইসলাম তাদেরকে হটিয়ে দিবে এবং তাদের অবৈধ দখল করা ভূমি ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। এটি ইসলামি ভূখণ্ড ও মুসলমানদের একটি ফরজ দায়িত্ব—কোনো মুসলিম ভূমি যদি কাফেররা দখল করে ফেলে আর সেখানের অধিবাসিরা কাফেরদের প্রতিহত করতে সক্ষম না হয়, তাহলে প্রতিবেশি ভূখণ্ডের অধিবাসিদের উপর ফরজে আইন হয়ে যায় কাফেরদেরকে প্রতিহত করা ও তাদের হাত থেকে প্রতিবেশিকে রক্ষা। এর উদাহরণ কিছুটা এমন যে, কাফেরদের কোনো সেনাদল মুসলমানদের কোনো দূর্গ দখলে নিয়ে নেয় এবং সেখানে সাময়িকভাবে নিজেদের আইন প্রতিষ্ঠা করে ফেলে তাহলে এই আপত নিয়ন্ত্রণের কারণে উক্ত দূর্গকে দারুল হারব বলা হবে না।

সুতরাং বুঝা গেলো আবু হানিফা কর্তৃক অতিরিক্ত দুটো শর্ত মূল উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের দখল পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৩৭০ হি.) আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহের অতিরিক্ত শর্তের আলোচনা করার পর লেখেন,

والذي أظن أنَّ أبا حنيفة إنما قال ذلك على حسب الحال التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك، فامتنع عنده أن تكون دار حرب في وسط دار المسلمين، يرتد أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاطة الجيوش بهم من جهة السلطان، ومطوعة الرعية.

فأما لو شاهد ما قد حدث في هذا الزمان، من تقاعد الناس عن الجهاد، وتخاذلهم، وفساد من يتولى أمورهم، وعداوته للإسلام وأهله، واستهانته بأمر الجهاد، وما يجب فيه، لقال في مثل بلد القرمطي بمثل قول أبي يوسف ومحمد، بل في كثير من البلدان

التي هذه سبيلها، مما نكره ذكره في هذا الموضع. (شرح مختصر الطحاوي ٧/٢١٨، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام)

আমার ধারণামতে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ স্বীয় সমকালীন অবস্থা তথা কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে মুসলমানদের জিহাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার প্রেক্ষিতে এরূপ বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এটি অসম্ভব ছিলো যে, মুসলমানদের অধিকৃত অঞ্চলের মাঝে একটি দারুল হারব থাকবে; যার অধিবাসীরা মুরতাদ হয়েও খলিফার পক্ষ হতে সৈন্যদল ও অনুগত প্রজা কর্তৃক ঘেরাও না হয়ে নিরাপদ থাকবে।

কিন্তু যদি তিনি বর্তমানের অবস্থা তথা মানুষদের জিহাদ থেকে বিরত থাকা ও নিস্তেজ হয়ে পড়া, দায়িত্বশীলের নষ্ট মানসিকতা, ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা, জিহাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে হেয় প্রতিপন্ন করার মতো দৃশ্যগুলো দেখতেন, তাহলে তিনিও 'কারামিতা' মুলহিদদের অধিকৃত অঞ্চল (যা দারুল ইসলাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত), বরং এ জাতীয় বহু অঞ্চলের ক্ষেত্রে সাহেবাইনের ন্যায় মতামত পোষণ করতেন। এখানে যে সকল অঞ্চলের আলোচনা করাও আমি অপছন্দ করি।[1]

ইমাম সারাখসি রহিমাহুল্লাহও (মৃত্যু: ৪৮৩ হি.) ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের এই ইখতিলাফ উল্লেখ করেছেন। এবং সাহেবাইনের মতের পক্ষে দলিলগুলো উপস্থাপন করেছেন। এরপর আবু হানিফার মতের পক্ষে যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তা অনেকটাই ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন তার মতই—এই অতিরিক্ত শর্ত দুটো বাড়ানোর দ্বারা ইমাম আবু হানিফার উদ্দেশ্য হলো, কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারব হওয়ার জন্য জরুরি হলো সেটা পূর্ণভাবেই

[1] শরহে মুখতাসারুত তহাবি ৭/২১৮

কাফেরদের দখলে চলে যাওয়া। আর যখন দখলকৃত ভূমির পাশে কোনো দারুল ইসলাম থাকবে তখন কাফেরদের পূর্ণ কর্তৃত্ব সে ভূখণ্ডে অর্জন হবে না। সারাখসি রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين، ولكن أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يعتبر تمام القهر والقوة؛ لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث؛ لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن فذلك دليل عدم تمام القهر منهم. (المبسوط ١١٤/١٠، كتاب السير، باب المرتدين)

কেননা কোনো ভূখণ্ড আমাদের দিকে বা কাফেরদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে শক্তি ও ক্ষমতার ভিত্তিতে। সুতরাং যে অঞ্চলে কুফর-শিরকের আইন-কানুন প্রকাশ পাবে ঐ অঞ্চলের ক্ষমতা মুশরিকদের, তাই তা দারুল হারব সাব্যস্ত হবে। আর যে অঞ্চলে ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ্য থাকবে, তাতে মুসলমানদের ক্ষমতা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতা ও পরাক্রমশালী হওয়া বিবেচনায় নিয়েছেন। কেননা এই অঞ্চলটি মুসলমানদের সংরক্ষণে থেকে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সুতরাং মুশরিকদের ক্ষমতার পূর্ণতা ব্যতীত ঐ সংরক্ষণ বাতিল হবে না। আর তা শর্ত তিনটির উপস্থিতিতেই সাব্যস্ত হবে। কারণ, যখন তা দারুল হারব সংলগ্ন হবে না, তখন তার অধিবাসী চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের বেষ্টনীতে পরাভূত হয়ে থাকবে। একই কথা যখন মুসলমান ও 'যিম্মি'রা তাতে নিরাপদে থাকবে। এগুলো (কাফেরদের) ক্ষমতার অপূর্ণতার দলিল।[2]

[2] আলমাবসুত ১০/১১৪

এই বিষয়ে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহিমাহুল্লাহ অত্যান্ত উপকারী একটি রিসালা লেখেছেন। সেখানে তিনি লেখেন,
"মূলনীতি হলো, কাফেরদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব যেখানে থাকে তা দারুল হারব আর যা মুসলমানদের প্রভাব ও কর্তৃত্বধীন থাকে তা দারুল ইসলাম। যদিও এক দারের মানুষ অন্য দারে প্রভাব ও কর্তৃত্বহীন সেখানে বসবাস করে।"[3]

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: ইসলামের বিধিবিধানের বাস্তবিক প্রয়োগ জরুরি না প্রয়োগের শক্তি থাকা

আলোচ্য বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে, কোনো একটি ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য মুসলমান কর্তৃক তা বিজয়ী করা ও দখলে রাখাই যথেষ্ঠ, নাকি সাথে এটাও জরুরি যে, প্রায়োগিকভাবে সেখানে ইসলামের বিধিবিধান ও ইসলামি শিক্ষা বাস্তবায়ন হওয়া। অর্থাৎ, দারুল ইসলামের জন্য শুধু মুসলমানদের বিজয় যথেষ্ঠ, না ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন জরুরি?

এই প্রশ্ন বর্তমান সময়ে আরো অনেক বেশী গুরুত্ববহণ করে। কেননা এই সময়ে এমন অসংখ্য ভূখণ্ড রয়েছে যেগুলোর দখল মুসলমানদের হাতে এবং সেখানের শাসনক্ষমতাও মুসলিমদের আয়ত্বে। কিন্তু তাদের অন্যায় হেঁয়ালি এবং দূর্ভাগ্যের কারনে অবস্থা এমন হয়ে আছে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ছাড়া এমন একটি দেশও পাওয়া যাবে না, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান ও শিক্ষা অনুযায়ী সকল আইন তৈরি করা হয় এবং সে মতে সবকিছু পরিচালিত হয়। এখন এই ধরনের রাষ্ট্রগুলোকে কী দারুল ইসলাম বলা হবে, না দারুল হারব বলা হবে?

---

[3] তালিফাতে রশিদিয়া পৃ. ৬৫৮, প্রবন্ধ : ফায়সালায়ে ইলাম ফি দারিল হারবি ওয়া দারিল ইসলামি

এই প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে এই বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিতে থাকা চাই যে, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হয় এবং গণতন্ত্রের আইনই সেগুলোতে প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা পূর্বের যুগের থেকে অনেকটা ভিন্ন। পিছনের সময়ে ক্ষমতার মূলকেন্দ্র থাকতো খলিফাদের হাতে। তাদের মধ্যে কখনো যদি দুনিয়ার লোভ-লালসা, গাফলতি ইত্যাদি দেখা দিতো তখন তারা এমন অনেক কাজ করতো যা শরীয়তের শিক্ষার স্পষ্ট লঙ্ঘন। কিন্তু শাসকের এই অন্যায়ের পরেও শাসনকার্যের যাবতীয় বিষয়—শিক্ষা, বিচারকার্য, অর্থনীতি ইত্যাদি, ইসলামি শরীয়া অনুযায়ীই পরিচালিত হতো। এবং শরীয়া আইনের শাসন বাস্তবায়ন ছিলো, তাতে উল্লেখযোগ্য তেমন পরিবর্তন আসেনি।

এর বিপরীত গনতন্ত্রে নির্বাচিত পার্লামেন্টের সদস্যদের ক্ষমতা থাকে সীমাবদ্ধ। পার্লামেন্টের অধিকাংশের ভোট ছাড়া তারা চাইলেই কোনো বিধান বাস্তবায়ন করতে পারে না। আবার বহু রাষ্ট্র তো এমনও আছে পার্লামেন্টের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেও রাষ্ট্রীয় ভিন্ন শক্তি পাস হওয়া আইন বাস্তবায়নের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। মিশরের ড. মুরসি রহিমাহুল্লাহ এর একদম জীবন্ত উদাহরণ।

প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ শায়খ মুহাম্মদ কুতুব লেখেছেন, 'একটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া এই পদ্ধতি অবলম্বন করা—যা কোনো ফলাফল এনে দিতে পারবে না—অনর্থক কাজ ছাড়া কিছুই নয়। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, আমরা একেবারে শতভাগ মুসলিম সদস্য বিশিষ্ট একটি পার্লামেন্ট গঠণ করলাম, আর সকল সাংসদ দাবী তুললো তারা শরীয়ার মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবে। যে নীতির উপর ইসলামী শাসনতন্ত্র গঠণের মৌলিক ভিত্তিগুলো তা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াই এই পার্লামেন্ট কীইবা করতে পারবে? অতঃপর এমন পার্লামেন্ট অস্তিত্ব আসার পর কতক্ষণই বা টিকে থাকতে পারবে? সেনা বিদ্রোহ এই

পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিবে ও এর সকল সদস্যকে গ্রেফতার করে নিবে এবং জেলে নিয়ে বন্দি করে রাখবে। কয়েক মুহূর্তেই সবকিছু কিছু শেষ হয়ে যাবে। পূর্বে উল্লেখিত বিভিন্ন অজুহাত সত্ত্বেও এটা একেবারে স্থুল চিন্তা। এছাড়াও এটা আরো এমন অনেক ক্ষতি নিজের মাঝে ধারণ করে যা ইসলামের দাওয়াতের একেবারে গভীরে গিয়ে আঘাত হানে এবং প্রাথমিক চিন্তায় যদিও মনে হয় যে এর দ্বারা ভূখণ্ডে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর জন্য খুব দ্রুতই বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যাবে কিন্তু বাস্তবতা হলো এটা ইসলামের দাওয়াতের পথে অনেক বড় বাধা বয়ে আনবে।'[4]

এখন আসি মূল প্রশ্নের উত্তরে। এই বিষয়ে সমকালীন আলেমদের মাঝে দুই ধরনের মত পাওয়া যায়।

ক. কতক আলেমের মত হলো শুধু মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা থাকাই যথেষ্ঠ। আর এতটুকু শক্তিকেই এই ভূখণ্ড মুসলিমদের ক্ষমতার অধিনে রয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। পরবর্তী কতক ফকিহের মতও এমন ছিলো— কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য শুধু মুসলমানদের ক্ষমতার অধিনে থাকাই যথেষ্ট এবং তারা সেখানে চাইলেই ইসলামের বিধান প্রয়োগ করতে পারবে।

এই মতটি আপন জায়গায় সঠিক হলেও এখানে একটি প্রশ্ন রয়ে যায়, ক্ষমতা ও ক্ষমতা বাস্তবায়নের সূরত কী হবে? নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যাপক ভোটে বিজয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব অর্জিত হলেই কী ক্ষমতা আছে বলে ধর্তব্য হবে, না শুধুই মুসলিম ক্ষমতায় থাকলেই হবে? এই প্রশ্নের কোনো যুতসই উত্তর এখনো নজরে আসে নি।

[4] ওয়াকিয়ুনাল মুয়াসির পৃ. ৩৭৪

খ. আর কতক গবেষক আলেমদের মত হলো কোনো একটি ভূখণ্ড দারুল ইসলাম ও দারুল হারব হওয়ার মাপকাঠি হলো সেখানে প্রচলিত আইন। যদি সেই আইন ইসলামি হয় তাহলে তা দারুল ইসলাম। আর যদি ইসলামের দ্বারা না হয়ে অন্যধর্মের মাধ্যমে হয় অথবা সেকুলার মূল্যবোধের আলোকে তৈরি আইন অনুযায়ী হয় তাহলে সে ভূখণ্ড দারুল হারব ধর্তব্য হবে।

হযরত ফুকাহাগণ দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের ভিত্তিতে যে সকল মাসআলার মাঝে পার্থক্য করেছেন সেগুলোতে গভির দৃষ্টি দিলে দ্বিতীয় মতটি অনেকাংশে শক্তিশালী বলে বিবেচিত হয়। এবং ইমাম জাসসাস ও সারাখসির পূর্ব উল্লেখ করা বক্তব্য দেখলেও এটাই প্রমাণ হয়, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ণয়ে 'ইসলামের বিধিবিধান জারি থাকা'কেই ভুল ভিত্তি রাখা হয়েছে।

ফুকাহাদের আরো কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ্য করুন।

শরহে সিয়ারে কাবিরে রয়েছে,

لو فتح المسلمون أرضا من أرض العدو حتى صارت في أيديهم وهرب أهلها عنها. لأنها **صارت دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيه**. (شرح السير الكبير ،كتاب سهمان الخيل والرجالة في الغنائم، باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة)

যদি মুসলিমরা শত্রুর কোনো ভূমি বিজয় করে, এমনকি তা তাদের কবজায় চলে আসে এবং সেখানকার অধিবাসীরা পালিয়ে যায় তাহলে সেই ভূমি দারুল ইসলামে পরিণত হবে। কেননা তাতে ইসলামের বিধান বিজয়ী ও প্রভাবশালী হয়েছে।[5]

[5] শরহুস সিয়ারিল কাবির

ইমাম সারাখসি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৪৮৩ হি.) লেখেন,

وعن أبي قسيط قال: بعث أبو بكر رضي الله عنه عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة رجل مددا لزياد بن لبيد البياضي والمهاجر بن أمية المخزومي إلى اليمن فأتوهم حتى افتتحوا النجير فأشركهم في الغنيمة، وبهذا يستدل من يجعل للمدد شركة وإن لحقوا بالجيش في دار الإسلام لأن بالفتح قد صارت تلك البقعة دار إسلام ولكنا نقول: تأويله أنهم فتحوا ولم تجر أحكام الإسلام فيها بعد وبمجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار إسلام. (المبسوط ٢٣/١٠، كتاب السير)

আবু কুসাইত থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বকর রা. ৫০০ ব্যক্তিসহ ইকরিমা ইবনু আবি জাহলকে যিয়াদ ইবনু লাবীদ এবং মুহাজির ইবনু উমাইয়া আল মাখযুমির সাহায্যের জন্য ইয়ামান পাঠান। অতঃপর তারা সেখানে গিয়ে নুজাইর নামক এলাকা জয় করলেন। তখন আবু বকর রা. তাদেরকেও গনিমতের সম্পদে শরীক বানালেন। এই হাদিস দ্বারা ঐ সকল আলেম দলিল দিয়ে থাকেন যারা সাহায্যকারীদের জন্য গনীমতের সম্পদে অংশগ্রহণ করা সাব্যস্ত করেন, যদিও তারা সেনাবাহিনীর সাথে দারুল ইসলামে মিলিত হয়। কেননা বিজয়ের মাধ্যমে সে ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা বলি যে, **এই ঘটনার ব্যাখ্যা হলো তারা সেই অঞ্চল শুধু জয় করেছেন মাত্র, এখনো সেখানে ইসলামের বিধি-বিধান জারী হয়নি। আর ইসলামের বিধি বিধান জারি করার পূর্বে শুধু বিজয়ের দ্বারা কোনো ভূমি দারুল ইসলামে পরিণত হয় না।**[6]

[6] আলমাবসুত ১০/২৩

হযরত আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহিমাহুল্লাহ যে ফতোয়াতে ভারতবর্ষকে দারুল হারব ফতোয়া দিয়েছেন সেখানেও ইসলামের বিধিবিধান জারি না থাকাকেই মূল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

হযরত ইদরিস কান্ধলবি রহিমাহুল্লাহেরও কিছু লেখা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়। উদারহরণ স্বরূপ তার লেখিত 'আকায়েদে ইসলাম' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন,

'দারুল হারব আর দারুল ইসলামের মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, যে ভূখণ্ডে ইসলামের হাকেমিয়্যাত (সর্বময় কর্তৃত্ব ও সুপ্রিমিটি) থাকে এবং শরীয়ার কর্তৃত্ব ও অধিনস্ততা ছাড়া কোনো বিধান বাস্তবায়ন হতে পারে না এবং ইসলামের বিধিবিধানের পূর্ণ ইজ্জত ও সম্মানের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখা হয় তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে। আর যে ভূখণ্ডে অনিসলামি মতবাদের কর্তৃত্বের রক্ষা করা হয় তা দারুল হরব।

দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এটা সর্বসম্মত মত যে, প্রতিটি শাসন ব্যবস্থায় আইনের সর্বকর্তৃত্ব সকল কিছুর উর্ধ্বে হওয়া আবশ্যক। এর অর্থ হলো, রাষ্ট্রের আইন ধনী-গরিব সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কোনো ব্যক্তি চাই সে যেই হোক, আইন গ্রহণ ও অগ্রহণের কোনো রকম ইখতিয়ার তার থাকবে না। ইসলামি শরীয়াও এই কথাই বলে। সেই হিসেবে দারুল ইসলাম ঐ ভূখণ্ডকে বলা হবে যেখানে ইসলামি শরীয়া কর্তৃক আইনের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে সকলের উর্ধ্বে।

ইসলামি শাসনব্যবস্থা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলামি শরীয়া কায়েম করা এবং তাঁর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থাকা। **যদি মুসলিম অমুসলিম সকলেই রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নে সমান হয় এবং শরীয়তের কর্তৃত্বের বদলে সংখ্যাধিক্যের**

সিদ্ধান্তনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয় তাহলে সে শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামি বলা যাবে না এবং তা কখনোই দারুল ইসলাম নয়।[7]

একটি ভুল ধারণার খণ্ডন

দারুল হারব এই শব্দ থেকে অনেকে ধারণা করে বসেন, দারুল হারব অর্থ হলো যে রাষ্ট্রের সাথে সর্বদা যুদ্ধরত থাকা হয়। অথবা যে অঞ্চলের সাথে যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে এখনই জরুরি হয়ে রয়েছে।[8] এজন্য অনেক দেশের জন্য এই পরিভাষাটি ব্যবহার করতে কেউ কেউ ইতস্ততবোধ করেন।

অথচ 'হারব' এর শব্দিক অর্থ যুদ্ধ হলেও পারিভাষিকভাবে এই শব্দের অর্থ শুধুই যুদ্ধ নয়। বরং এমনও হতে পারে কোনো জায়গায় কার্যকরী যুদ্ধ নেই এবং সেখানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করা প্রয়োজনও নয় এবং বৈধও নয়, তাও সে স্থান দারুল হারব বলেই গণ্য হয়। হানাফি ফকিহগণ অসংখ্য মাসআলাতে বিষয়টি স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ইমাম সারাখসির বক্তব্যগুলো দেখুন,

وإن أراد قوم من أهل الحرب من المسلمين الموادعة سنين معلومة على أن يؤدي أهل الحرب الخراج إليهم كل سنة شيئا معلوما على أن لا تجري أحكام الإسلام عليهم في بلادهم لم يفعل ذلك إلا أن يكون في ذلك خير للمسلمين؛ لأنهم بهذه الموادعة لا

---

[7] আকিদায়ে ইসলাম
মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ 'হযরত থানবি কী সিয়াসি আফকার' কিতাবে লেখেন,

[8] এটি এমন একটি ভুল ধারণা যা অনেক বিজ্ঞ ও সমজদার ব্যক্তিদের থেকেও হয়ে গেছে। উদাহরণত মাওলানা মওদুদি সাহেব তার 'সুদ' গ্রন্থে মাওলানা মানাজেরে আহসান গিলানি সাহেবের খণ্ডনে এক পর্যায়ে লেখেন, "এখানে মাওলানা (মানাজেরে আহসান) থেকে একটি বড় ভুল হয়ে গেছে। তিনি মুহারিব ও গাইরে মুহারিবের মাঝে পার্থক্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। মুহারিব বলা হয় যাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধরত রয়েছে।" (মুফতি উবাইদূর রহমান)

يلتزمون أحكام الإسلام، ولا يخرجون من أن يكونوا أهل حرب. (المبسوط ٨٨/١٠، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة)

বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্সের বিনিময়ে কোনো আহলে হারব যদি মুসলমানদের সাথে নির্দিষ্ট কয়েক বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তির ইচ্ছে করে। আর সেখানে এই শর্ত দেয় যে, আমাদের ভূখণ্ডে ইসলামের বিধান জারি হবে না। তাহলে তাদের সাথে এমন চুক্তি করা যাবে না। তবে যদি চুক্তিতে মুসলমানের কল্যাণ থাকে তাহলে ভিন্ন। কেননা ইসলামের বিধানের বশ্যতা স্বীকার ছাড়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির কারনে তারা 'হারবী হওয়া' (বিধান) থেকে বের হবে না।

لأنهم بالموادعة ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب حين لم ينقادوا لحكم الإسلام فلا يجب على المسلمين القيام بنصرتهم. (المبسوط ٨٨/١٠، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة)

কেননা শুধু চুক্তির মাধ্যমেই তারা আহলে হারব থেকে বের হয়ে যাবে না। যখন তারা ইসলামের বিধানের সামনে বস্যতা স্বীকার করেনি। সুতরাং মুসলমানদের উপর তাদের সাহায্য করা আবশ্যক নয়।

وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوما من أهل الحرب ثم أغار عليهم قوم آخرون أهل حرب لهم فلهذا المسلم أن يشتري السبي منهم؛ لأنهم بالموادعة ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب، ولكن علينا أن لا نغدر بهم. (المبسوط ٩٧/١٠، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة)

যদি মুসলমানরা হারবীদের সাথে সন্ধি করে অতঃপর অন্য কোনো হারবী চুক্তি হওয়া হারবীদের উপর গুপ্ত আক্রমণ করে (তাদেরকে বন্দি করে ফেলে) তাহলে মুসলিমরা সন্ধিকৃত বন্দীদের গোলাম হিসেবে ক্রয় করতে পারবে। কেননা শুধু চুক্তির কারনে এরা হারবী হওয়া থেকে বের

হয়ে যাবে না। তবে আমাদের জন্য আবশ্যক হলো আমরা তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবো না।

মূলত 'দারুল হারব' এই পরিভাষায় 'হারব' শব্দটি ইসলামের বিপরীত কুফর শব্দের সমর্থবোধক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে দারুল হারব রাষ্ট্রের সাথে সর্ব অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত থাকা জরুরি নয়। বরং সেগুলোর সাথে শরীয়তের পদ্ধতি অনুযায়ী শান্তিচুক্তিও হতে পারে।[9]

[9] এই প্রবন্ধটি মুফতি উবাইদুর রহমান সাহেব লিখিত "ইসলাম ওর জাদিদ নেজামে সিয়াসাত ও হুকুমত" কিতাবের চতুর্থ অধ্যায় থেকে নেওয়া।